মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য শাখা

আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১' -এর ৩য় ত্রৈমাসিক কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ মহাপরিদর্শক(অতিরিক্ত সচিব)
সভার তারিখ	২৯ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ
সভার সময়	সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইনে (মাইক্রোসফট টিম)
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি কর্তৃক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জনাব মোঃ মহিদুর রহমান, উপসচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় -কে ফিডব্যাক সভার উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানানো হয়। সভাপতি কার্যালয় ভিত্তিক অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য স্ব স্ব কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শকগণকে নির্দেশনা দেন।

জনাব সৌমেন বড়ুয়া, উপমহাপরিদর্শক নারায়ণগঞ্জ বলেন, তাঁর কার্যালয়ের 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২১' -এর অগ্রগতি বেশ সন্তোষজনক। সভাপতি মহোদয় নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২১' কাঠামোর ৬.২, ৬.৩, ৬.৪, ৬.৫ ও ৬.৬ কোন লক্ষ্যমাত্রা কেন নেই এ বিষয়ে জানতে চান। জনাব সৌমেন বড়ুয়া বলেন, 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২১' অর্থ বছরের কাঠামো তৈরীর সময় কোন কার্যক্রম প্রযোজ্য না হলে তা মন্তব্যের কলামে উল্লেখ করার নির্দেশনা ছিল। জনাব মোঃ মহিদুর রহমান, উপসচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বলেন, আগামী অর্থ বছরে যে সব কার্যক্রম প্রযোজ্য হবে না সে বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হবে।। সভাপতি বলেন, ভুলত্রুটি হতে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী বছরে স্বয়ংসম্পূর্ণ কাঠামো তৈরী করতে হবে।

জনাব মোঃ মতিউর রহমান, উপমহাপরিদর্শক ফরিদপুর বলেন, তিনি প্রধান কার্যালয়ে শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করেছিলেন। প্রত্যেক উপমহাপরিদর্শকগণ রিপোর্ট প্রেরণের পূর্বে প্রতিটি সূচক এবং অর্জন ভালো করে যাচাই করে প্রেরণ করা উচিত ছিল। তিনি আরও বলেন ফরিদপুর কার্যালয়ে এখন পর্যন্ত কোন সমস্যা নেই তবে মন্ত্রণালয় হতে শুদ্ধাচার কোডে যে বাজেট দেয়া হয় তা হতে জেলা পর্যায়ে শুদ্ধাচার কোডে বাজেট দেয়া প্রয়োজন।

জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান ভূইঁয়া, উপমহাপরিদর্শক রাজশাহী বলেন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা কাঠামোতে যে সব কার্যক্রম প্রযোজ্য হবে না সে বিষয়ে সুস্পষ্ঠ নির্দেশনা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন এখন পর্যন্ত রাজশাহী কার্যালয়ের অর্জন ভালো।

জনাব মোছাঃ জুলিয়া জেসমিন, উপমহাপরিদর্শক মুন্সিগঞ্জ বলেন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার কাঠামোর অর্জন সন্তোষজনক করতে কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে। তিনি নতুন কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুতির সময় ফিজিক্যাল মিটিং এর উপর গুরুত্বারোপ করেন।

জনাব রাজীব চন্দ্র ঘোষ, উপমহাপরিদর্শক সিরাজগঞ্জ বলেন, তাঁর কার্যালয়ে শুধমাত্র শুদ্ধাচার কাঠামো মোতাবেক ক্রয় পরিকল্পনা হয়নি। অন্য সব সূচকের অর্জন সন্তোষজনক।

জনাব মোঃ মহিদুর রহমান, উপসচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থানা মন্ত্রণালয়, সকল উপমহাপরিদর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, সকলকে স্ব-মূল্যায়িত রিপোর্টে নম্বর গননা ৪র্থ কোয়ার্টারে পাঠাতে হবে। তিনি আরও বলেন, কোন কাজ না করে তার অর্জন দেখানো যাবে না।

জনাব মহর আলী মোল্লা, উপমহাপরিদর্শক টাঙ্গাইল বলেন, তাঁর কার্যালয়ের 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২১' -এর অর্জন সন্তোষজনক। কোন সমস্যা নেই।

জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম, উপমহাপরিদর্শক খুলনা বলেন, তাঁর কার্যালয়ের 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২১' -এর কার্যক্রম সন্তোষজনক। তবে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ৩.১ কাঠামোতে উল্লিখিত লাইসেন্স প্রদান (ধারা-৩২৬ এর প্রয়োগ) সংক্রান্ত প্রমাণক কেমন হবে সে বিষয়ে দিক নির্দেশনা চান। জনাব মোঃ মহিদুর রহমান, উপসচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বলেন, প্রতি কোয়ার্টারে যতগুলো লাইসেন্স প্রদান করা হয় তার একটা প্রত্যায়ন পত্র উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক স্বাক্ষর করে প্রমাণক হিসাবে দিতে হবে।

জনাব এ কে এম সালাউদ্দিন, উপমহাপরিদর্শক ঢাকা বলেন, তাঁর কার্যালয়ের 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২১' -এর কার্যক্রম সন্তোষজনক। তবে নিয়োগ পত্র ও পরিচয় পত্র প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমের প্রমাণক কেমন হবে সে বিষয়ে তিনি জানতে চান। জনাব মোঃ মহিদুর রহমান, উপসচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বলেন যেসব কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়িত হয়েছে তার একটা মাস ও সংখ্যাভিত্তিক প্রত্যয়ন পত্র উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক স্বাক্ষর করে প্রমাণক হিসাবে দিতে হবে। জনাব এ কে এম সালাউদ্দিন, উপমহাপরিদর্শক ঢাকা বলেন, অন্যান্য কার্যক্রম সন্তোষজনক।

জনাব আব্দুল্লাহ আল সাকিব মুবাররাত, উপমহাপরিদর্শক চট্টগ্রাম বলেন, তাঁর কার্যালয়ের 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২১' কাঠামোর ৭.২ ক্রমিকে উল্লিখিত ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি।

সভাপতি সকল উপমহাপরিদর্শকগণের উদ্দেশ্যে বলেন, লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনে সকলকে আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে কাজ করতে হবে।

জনাব মোঃ বুলবুল আহমেদ, উপমহাপরিদর্শক ময়মনসিংহ বলেন, তাঁর দপ্তরের তথ্য বাতায়ন ৯৩% হালনাগাদকৃত। শ্রীঘ্রই শতভাগ করা হবে। ক্রয় পরিকল্পনা অতি সত্তর ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে। অন্যান্য কার্যক্রম সন্তোষজনক বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

জনাব শাহ্ মোফাখখারুল ইসলাম, উপমহাপরিদর্শক কিশোরগঞ্জ বলেন, তাঁর দপ্তরের 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২১' -এর কার্যক্রম সন্তোষজনক। তবে ক্রয় প্রক্রিয়া আপলোড করা হয়নি। তিনি মার্কস হিসাবের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চান। জনাব মোঃ মহিদুর রহমান, উপসচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বলেন, ৪র্থ কোয়ার্টারে ক্ষেত্রে সকল মার্কস হিসাব করতে হবে এবং প্রতি সূচকের প্রমাণক সমূহ এক সাথে পাঠাতে হবে।

জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, উপমহাপরিদর্শক পাবনা বলেন, তাঁর কার্যালয়ের ক্রয় প্রক্রিয়া ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়নি এবং ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় সম্পাদন করা হয় না। অন্য সব কার্যক্রম সন্তোষজনক।

জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুল হাসান, উপমহাপরিদর্শক মৌলভীবাজার বলেন, তাঁর দপ্তরের 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২১' –এর ৩য় কোয়ার্টারের অর্জন সন্তোষজনক।

জনাব মোঃ ইকবাল হোসাইন খান, উপমহাপরিদর্শক বগুড়া বলেন, ক্রয় প্রক্রিয়া আপলোড করা হয়নি। অন্য সব কিছুই অর্জন হয়েছে।

জনাব মোঃ মহিদুর রহমান, উপসচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বলেন, প্রতিটি কার্যক্রম সম্পাদন ভালোভাবে যাচাই করতে হবে। যথাযথ প্রমাণক সংরক্ষণ করতে হবে এবং সততার সাথে নম্বর গণনা করে স্ব-মূল্যায়িত প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে।

জনাব আহমেদ বেলাল, উপমহাপরিদর্শক গাজীপুর বলেন, ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়নি। ওয়েবসাইটি হালনাগাদ করণ করা হয়নি। অন্যান্য সূচকের কার্যক্রম অর্জিত হয়েছে।

জনাব সোমা রায়, উপমহাপরিদর্শক রংপুর বলেন, তাঁর কার্যালয়ের ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ করা হয়নি এবং সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা প্রয়োজন। ৪র্থ কোয়ার্টারে অসম্পূর্ণ কাজসমূহ সম্পাদন করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভাপতি সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, কোন কার্যালয়ের কোন কার্যক্রম অসম্পূর্ণ থাকলে ৪র্থ কোয়ার্টারের মাধ্যে সেগুলো সম্পূর্ণ করতে হবে।

জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, উপমহাপরিদর্শক দিনাজপুর বলেন, ৩য় কোয়ার্টারের অগ্রগতি প্রতিবেদন ১৫ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে প্রেরণ করা সম্ভব হলেও তা ওয়েবসাইটে আপলোড করা সম্ভব হয়নি।

জনাব হিমন কুমার সাহা, উপমহাপরিদর্শক বরিশাল বলেন, সেবা প্রদান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার এবং ক্রয় ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার বিষয়ক কাযক্রমের ৩য় কোয়ার্টারের কিছুটা কমতি রয়েছে। তিনি ৪র্থ কোয়ার্টারে সম্পাদন করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জনাব এম.এম.মামুন-অর-রশিদ, উপমহাপরিদর্শক কুমিল্লা বলেন, 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২১' –কাঠামোর ৭.১ এ উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যায়নি। অন্য সব কার্যক্রম ৪র্থ কোয়ার্টারের মধ্যে সম্পাদনের বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জনাব তপন বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা, উপমহাপরিদর্শক সিলেট বলেন, ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়নি। এছাড়াও ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়নি। অন্যান্য কার্যক্রম সন্তোষজনক বলে মত প্রকাশ করেন।

জনাব ইকবাল আহমেদ, উপমহাপরিদর্শক যশোর বলেন, তাঁর দপ্তরের কার্যক্রম সন্তোষজনক রয়েছে।

জনাব মোঃ হাসিবুজ্জামান, উপমহাপরিদর্শক কুষ্টিয়া বলেন, সকল কোয়ার্টারে প্রতিবেদন সময় মতো প্রেরণ করা হয়েছে। তবে তাঁর দপ্তরের সেবা বক্স হালনাগাদকরণে ঘাটতি রয়েছে।

জনাব ওমর ফারুক, শুদ্ধাচার বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, নরসিংদী বলেন, তাঁদের দপ্তরের ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ সংক্রান্ত কার্যক্রমের ঘাটতি রয়েছে। অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অন্য কোন সমস্যা নাই।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহিত হয়।

ক্রমিক নং	গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক	কোন কার্যালয়ের কোন কার্যক্রম অসম্পূর্ণ থাকলে ৪র্থ কোয়ার্টারের মাধ্যে সেগুলো সম্পূর্ণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়
খ	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল কোয়ার্টারের নম্বর গণনা করে প্রযোজ্য সকল প্রমাণকসহ স্বমূল্যায়িত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	সকল উপমহাপরিদর্শক, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়।
গ	সকল কোয়ার্টারের নম্বর গণনা ও প্রমাণক দাখিলের ক্ষেত্রে সততা ও নিরপেক্ষতা আবশ্যিকভাবে প্রতিপালন করতে হবে।	সকল উপমহাপরিদর্শক, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়।

২। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিদর্শক(অতিরিক্ত সচিব)

স্মারক নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০৪.৬.০০৬.১৭.৯০

তারিখ: ২৮ বৈশাখ ১৪২৮
১১ মে ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার
ক্রমানুসারে নয়) :

১) অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত মহাপরির্দশকের দপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
২) উপসচিব, সমন্বয় শাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৩) যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন/সাধারণ/সেফটি/স্বাস্থ্য), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়
৪) উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন/সাধারণ/সেফটি/স্বাস্থ্য), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়
৫) উপ -মহাপরিদর্শক,
ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/গাজীপুর/টাঙ্গাইল/মুন্সিগঞ্জ/ফরিদপুর/কিশোরগঞ্জ/নরসিংদী/পাবনা/রাজশাহী/সিরাজগঞ্জ/বগুড়া/চট্রগ্রাম/কুমিল্লা/কুষ্টিয়া/যশোর/খুলনা/সিলেট/মৌলভীবাজার/দিনাজপুর/রংপুর/বরিশাল/ময়মনসিংহ
৬) সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি), আইসিটি সেল, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয় (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)
৭) সহকারী মহাপরিদর্শক (স্টাফ অফিসার টু মহাপরিদর্শক), মহাপরিদর্শকের দপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৮) সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ) , প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা ও শুদ্ধাচার বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়।
৯) অফিস কপি।

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ

মহাপরিদর্শক(অতিরিক্ত সচিব)